দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

7

নিয়ম মানা হচ্ছে না

পাবনায় সাতশ' ছাত্রীর উপবৃত্তি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পাবনা।–পাবনার চাটমোহর থানার ৩৯টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর প্রায় সাতশ' ছাত্রীর সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি বাতিল হয়ে গেছে। এর মধ্যে চাটমোহর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়েই বাতিল হয়েছে ৪৪০ জন ছাত্রীর উপবৃত্তি।

দেশের নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জানুয়ারী '৯৪ থেকে 'ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট'–এর আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের এই কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচী বাস্তবায়নে চাটমোহর থানা সদরের একটি বালিকা বিদ্যালয়সহ ২০টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৯৪ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১ হাজার ৬২৩ জন এবং নবম শ্রেণীতে ৫০৫ জন ছাত্রী উপবৃত্তি গ্রহণ করে। একই সময়ে থানার ১৯টি মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৮৩ জন এবং নবম শ্রেণীতে ৭৭ জন ছাত্রী এ সুযোগ পায়। ৯৫ সালে উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩৮ জনে। প্রকল্পের শর্ত অনুযায়ী ছাত্রীদের শতকরা ৪৫ ভাগ নম্বর এবং ৭৫ দিন ক্লাশে উপস্থিতিসহ অবশ্যই অবিবাহিত হতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, এক বছর যেতে না যেতেই গ্রামাঞ্চলের উচ্চ বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রাপ্ত অনেক ছাত্রী বিবাহিতা হয়ে গেছে, ৪৫ নম্বরের স্থলে ৩০ ভাগ নম্বরও তুলতে পারেনি। আবার ৭৫ দিন উপস্থিতির স্থলে অনেকের ৪০ দিনও উপস্থিতি নেই। এভাবে চাটমোহর থানায় ৩৯টি উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ৬৭০ জন ছাত্রীর উপবৃত্তি বাতিল হয়ে গেছে।

উপবৃত্তি বাতিলকৃত কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, উপবৃত্তির টাকা প্রদানে শিক্ষকদের দুর্নীতি, প্রজেক্ট ম্যানেজারের নামে ছাত্রী প্রতি ২৫ টাকা করে শিক্ষকদের কেটে নেয়া প্রভৃতির কারণে ছাত্রীরা ঠিকমত স্কুলে যাচ্ছে না।

এছাড়া অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বিবাহিতা আত্মীয়–স্বজনকে অবিবাহিতা ছাত্রী দেখিয়েও উপবৃত্তির টাকা তুলে নেয়া হয়। জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে সুক্ষ্মভাবে তদন্ত করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই উপবৃত্তির নামে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে।

এ ব্যাপারে ৩ মাস আগে পাবনা জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় ব্যাপক আলোচনা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় সদস্যদের উপবৃত্তির নামে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে দুর্নীতি সম্পর্কে সদস্যরা অভিযোগ করেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে জেলা শিক্ষা অফিসার সে তদন্তের রিপোর্ট আজও প্রকাশ করেননি।